# এইচ এস সি বাংলা

## বায়ান্নর দিনগুলো শেখ মুজিবুর রহমান

**প্রশ্ন ▶ ১** "মাগো, ভাবনা কেন?
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে,
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে[১] জানি।
তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।"
এভাবেই এই দেশকে ভালোবেসে এদেশের প্রতিবাদী মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছেন।

*[চা.বো.১৭। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থে[২] সংকলিত? ১
খ. 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তাৎপর্য 'বায়ান্নর দিনগুলো'র চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটি শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

**খ** পাকিস্তান সরকার ভাষা আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করার পরিবর্তে গুলি করে হত্যার অপকৌশল গ্রহণ করলে লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিলেন।

১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে রাজপথে নামে এদেশের ছাত্র-জনতা। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনকারীরা প্রতিবাদ-মিছিল বের করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করার পরিবর্তে তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে প্রতিহত করতে এমন ঘৃণ্য অপকৌশল গ্রহণ করলে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি এদেশের মানুষের ঘৃণা বাড়তে থাকে। এরকম প্রেক্ষাপটে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান মনে করেন, পাকিস্তান সরকারের এ ধরনের অপকৌশলই তাদের পতন ত্বরান্বিত করবে।

**গ** 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও এদেশের আপামর জনসাধারণের প্রতিবাদী মনোভাব ও আত্মত্যাগের যে স্বরূপ বিধৃত হয়েছে, উদ্দীপকের শেষ বাক্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দি থাকাকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ যে অনশন করেছিলেন, তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন। এমনকি রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি আমরণ অনশনও করেছেন। উদ্দীপকের কবিতাংশেও এমন প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে দেশকে মা সম্বোধন করে তাঁকে অভয় প্রদান করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক বাঙালির কাছে তার জন্মভূমি মায়ের সমতুল্য। তাই জন্মভূমির সম্মান রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে এদেশের মানুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরাভূত করেছে অশুভ শক্তিকে। প্রিয় জন্মভূমিকে রক্ষা করতে বাঙালি জাতি জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। বাংলা মায়ের শান্তিপ্রিয় ছেলেরা প্রয়োজনে বুকের রক্ত দিয়ে হলেও মাতৃভূমির সম্মান রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলনসহ বাঙালির নানা আন্দোলন-সংগ্রামের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর স্বার্থ রক্ষায় আন্দোলন করার দায়ে কারাবন্দি হন। দেশ ও দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেন। এভাবে উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি তথা মাতৃভূমির জন্য এদেশের মানুষের আত্মত্যাগের দিকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু, মহিউদ্দিন আহমদ ও এদেশের গণমানুষের প্রতিবাদী মনোভাবের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় অধিকার আদায়ে বাঙালির আত্মত্যাগের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে; উদ্দীপকের কবিতাংশটিও একই চেতনা ধারণ করে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা থেকে জানা যায়, বাঙালির ভাষার দাবিকে যৌক্তিক বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করেন। কারাবন্দি থাকা অবস্থাতেও তিনি বাঙালির মাতৃভাষা আন্দোলনের খোঁজ রাখেন। এছাড়া, তিনি অনশনব্রত গ্রহণ করে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে দেশের জন্য, দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য রক্তদানের ইতিহাস বাঙালি জাতির প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে কাজ করছে। ভিনদেশি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামের ঐতিহ্য মিশে আছে বাংলার মানুষের রক্তে। এদেশের মানুষ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বারবার পরাভূত করেছে অশুভ শক্তিকে। যে দেশে এমন বীর সন্তান আছে, সে দেশ কখনো শত্রুর কাছে পরাভূত হতে পারে না বলে মনে করেন উদ্দীপকের কবি। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদী চেতনার জাগরণ লক্ষ করা যায়।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে রাজবন্দিদের কারাগারে আটকে রাখার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। তিনি সেসময় চলমান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকেও অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। এমনকি তাঁর জীবন সংকটাপন্ন হলেও তিনি অনশন অব্যাহত রাখেন। একইভাবে, আলোচ্য উদ্দীপকেও শত্রুর অন্যায় মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। অতএব, 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা ও উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই অধিকার আদায়ে বাঙালির আত্মত্যাগের চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

**প্রশ্ন ▶ ২** "সেইদিন আজও জ্বলজ্বলে স্মৃতিতে, যেদিন মহান
বিজয়ী বীর দূর দেশ থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তিদূত।
নিহত এ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।"

*[রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১
খ. 'নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই'— কে, কোন প্রসঙ্গে একথা বলেছে? ২
গ. উদ্দীপকের 'বিজয়ী বীরের' স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সম্পর্ক আলোচনা করো। ৩

---

[১] উদ্দীপকটি গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের লেখা গান থেকে নেওয়া হয়েছে। উক্ত গানের কথা অনুযায়ী সঠিক শব্দটি হবে— ধরতে।
[২] সঠিক প্রশ্নটি হবে— কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

Teachingbd24.com

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বায়ান্নর দিনগুলো'র বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে— তোমার মতামত দাও। ৪

**২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাই আমলাতন্ত্র।

**খ** নাস্তা করার ইচ্ছা না থাকলেও সহকর্মীদের নিজের অবস্থান জানানোর উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নাশতা করার অজুহাত দেখিয়েছিলেন।

শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে রাজবন্দিদের আটক রাখার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ ঢাকা জেলে অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেন। বিষয়টি জানতে পেরে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের ফরিদপুর জেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এমন পরিস্থিতিতে কারো নাস্তা করতে চাওয়ার কথা নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মনে করেছিলেন, তাঁদের স্থানান্তরের কথাটি নেতাকর্মীদের জানানোর জন্য একটি বাহানা আবশ্যক। তাই তিনি সুবেদারের কাছে বাইরে নাস্তা করতে যাওয়ার আবদার করেছিলেন।

**গ** উদ্দীপকের 'বিজয়ী বীরের' স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমানের জেলমুক্তির সাদৃশ্য রয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। যৌবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে কারাপ্রকোষ্ঠে কাটাতে হলেও তিনি ছিলেন আপসহীন ও নির্ভীক। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে রাজবন্দিদের আটক রাখার প্রতিবাদে জেলের ভেতরে তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। অবশেষে, অসুস্থ অবস্থায় সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকে মহান বিজয়ী বীর এ্যাগামেমননের বিজয়গাথা বিধৃত হয়েছে। এখানে দেখা যায়, গ্রিক বীর এ্যাগামেমনন দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁর আগমন জন-মানুষের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার করে। পথে প্রান্তরে তাঁর কীর্তন গাওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি দেশ ও জাতির একজন মহান ব্যক্তিত্ব। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও বঙ্গবন্ধুর এমন মহান ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন। তাঁর আপসহীন ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি অর্জন করেন বাঙালির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাই তাঁর জেল থেকে ফিরে আসা বাঙালির মনে আনন্দের সঞ্চার করে। উদ্ধৃত আলোচনায় লক্ষণীয়, বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সাথে উদ্দীপকের এ্যাগামেমননের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

**ঘ** উদ্দীপকের বক্তব্যে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

আলোচ্য রচনায় বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেলে যান এবং নানাভাবে অত্যাচারিত হন। পরাধীন মানুষের মুক্তির জন্য যৌবনের বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে জেলে কাটাতে হয়। কিন্তু কোনো রকম চাপ কিংবা প্রলোভনই তাঁকে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি।

উদ্দীপকের কবিতাংশটির মূল কথা হলো— মহামানবের প্রত্যাবর্তনে দেশময় আনন্দানুভূতির জাগরণ। উদ্দীপকের দৃশ্যপটে দেখা যায়, 'বিজয়ী বীর' দূর দেশ থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। সেই আনন্দে চারিদিকে মানুষ উল্লাসে মেতে ওঠে। পথে প্রান্তরে তাঁর কীর্তন গাওয়া হয়। কেননা, তারা মনে করে, তিনিই তাদের মুক্তির দূত। 'বিজয়ী বীরের' স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের এই দৃশ্যটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় চিত্রিত বঙ্গবন্ধুর জেল থেকে মুক্তিলাভের দৃশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলোচ্য রচনায় বর্ণিত হয়েছে, ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার বিনাবিচারে এদেশের অনেক নেতাকর্মীকে জেলে আটক করে রাখে। পাকিস্তান সরকারের এমন নীতির প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন- ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সরকার যতদিন না এদেশের নেতাকর্মীদের মুক্তি দেবে, ততদিন তাঁদের এই অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখতে তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। আর এজন্য প্রয়োজনে তাঁরা জীবন দিতেও প্রস্তুত। অন্যদিকে, আলোচ্য উদ্দীপকের কবিতাংশে মহামানবকে কাছে পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর যে আত্মত্যাগী ও অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই, উদ্দীপকের বক্তব্যে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

**প্রশ্ন ▶ ৩** কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন মেন্ডেলা জীবনের অধিকাংশ সময়ই কারাবন্দি ছিলেন। জেলখানায় বসেই তিনি বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অনশন করেছেন। বন্দি অবস্থাতেও তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের জোর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

*[চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. রেণু কে? ১

খ. 'যদি এ পথে মৃত্যু এসে থাকে তবে তাই হবে'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. "নেলসন মেন্ডেলার আন্দোলন ছিল বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আর 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন ছিল জাতিসত্তার পক্ষে"— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

**৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** রেণু হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

**খ** প্রশ্নের উক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপসহীন ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত হয়েছে, ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার বিনাবিচারে এদেশের অনেক নেতাকর্মীকে জেলে আটক করে রাখে। পাকিস্তান সরকারের এমন নীতির প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সরকার যতদিন না এদেশের নেতাকর্মীদের মুক্তি দেবে ততদিন তাঁদের এই অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখতে তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। আর এজন্য প্রয়োজনে তাঁরা জীবন দিতেও প্রস্তুত। এ বিষয়টি বোঝাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্ধৃত উক্তিটি করেন।

**গ** উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত বাঙালির অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন ও অনশন ধর্মঘট পালনের দিকগুলো প্রতিফলিত হয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জেল জীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অপশাসন ও বিনাবিচারে বছরের পর বছর এদেশের নেতাকর্মীদের জেলে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে অনশন ধর্মঘট করেন। এ রচনায় তাঁর অনশন ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের অধিকার রক্ষার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

teachingbd24.com

উদ্দীপকে কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন মেন্ডেলার সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কারাবন্দি ছিলেন এবং কারাগারে বসেই বিভিন্ন আন্দোলন ও অনশন ধর্মঘট করেছেন। তিনি কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য অকুতোভয় ও সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের নেলসন মেন্ডেলা ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান উভয়েই শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অনশন করেছেন। অতএব, তারা দুজনেই একই মানসিকতার মানুষ।

**ঘ** নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিসত্তার পক্ষে আন্দোলন করায় উদ্ধৃত উক্তিটি যথার্থ।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। দেশ ও মানুষের মুক্তির জন্য তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেলে গেছেন এবং নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। এছাড়া, বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন।

উদ্দীপকে নেলসন মেন্ডেলার কারাজীবন এবং তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বর্ণবাদ, বৈষম্য আর শোষণের বিরুদ্ধে সারাজীবন সোচ্চার ছিলেন। দেশের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছেন। আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য তাঁর ওপর নেমে আসে নির্যাতন। তবুও তিনি দমে যাননি; কারাগারে বসেই তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে অধিকার আদায়ের জন্য জোর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রাম করেছেন। বিনাবিচারে রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে তিনি অনশন ধর্মঘটও পালন করেন। দেশ ও দেশের মানুষের পক্ষে অর্থাৎ নিজ জাতিসত্তার পক্ষে তিনি সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু উদ্দীপকের কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন মেন্ডেলা বর্ণবৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি আফ্রিকার কালো মানুষদের অধিকার আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। অতএব, "নেলসন মেন্ডেলার আন্দোলন ছিল বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আর 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন ছিল জাতিসত্তার পক্ষে।" — উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ৪** আফ্রিকার জনমানুষের প্রিয় নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। বর্ণবাদ, বৈষম্য আর শোষণ নিপীড়নের প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠা দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষগুলোর দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্বের পুরোধা ছিলেন তিনি। তাঁকে সইতে হয়েছে নির্যাতন, খাটতে হয়েছে জেল। তাঁর সাতাশ বছরের সশ্রম কারাভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে আফ্রিকার মানুষদের মুক্তি তথা স্বাধীনতা অর্জিত হয়। *[ঢা. বো. ১৬ । প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. 'অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে'— লেখক একথা বলেছিলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধরো। ৩

ঘ. 'পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও সংগ্রামী চেতনায় মুজিব-ম্যান্ডেলা এক সূত্রে গাঁথা'— উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

**৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

**খ** অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে নিজের সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখক একথা বলেছিলেন।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক মহান নেতা। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার মানসিকতা পোষণ করতেন তিনি। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে জীবন দেওয়াকে গৌরবজনক বলে মনে করতেন। তাই মৃত্যুকে তিনি ভয় করতেন না। উদ্ধৃত উক্তিটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই বিশ্বাসই ধ্বনিত হয়েছে।

**গ** দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে জেল খাটার দিক থেকে উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখকের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম করেছেন। এজন্য তিনি সুদীর্ঘ সাতাশ বছর জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিন কাটিয়েছেন। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমানও দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেলে গিয়েছেন এবং নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন। কোনো রকম চাপ কিংবা প্রলোভনই তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি। অর্থাৎ, উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলা এবং 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান উভয় নেতার জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থা মোটামুটি একইরকম। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আত্মত্যাগের দিক থেকে তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

**ঘ** 'পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও সংগ্রামী চেতনায় মুজিব-ম্যান্ডেলা এক সূত্রে গাঁথা'— উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকদের অপশাসন এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আমরণ অনশন করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁর ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালালেও তিনি পিছু হটেননি। উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলাও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিরূপ। দুজনের মধ্যেই দেশপ্রেমের আদর্শ ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নেলসন ম্যান্ডেলা একজন ত্যাগী ও আদর্শ নেতা। তিনি শাসকগোষ্ঠীর বর্ণবৈষম্য আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য তাঁর ওপর নেমে আসে নির্যাতন। দীর্ঘ সাতাশ বছর তাঁকে কারাভোগ করতে হয়। উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সংগ্রামী চেতনার এ দিকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী চেতনার সাথে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বঙ্গবন্ধু ও নেলসন ম্যান্ডেলা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন। নেলসন ম্যান্ডেলা শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে সুদীর্ঘ ২৭ বছর জেলের মধ্যে দুর্বিষহ জীবনযাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধুকেও জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য দীর্ঘ সময় কারাগারে অবরুদ্ধ থাকতে হয়েছে। উভয়ই শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করেছেন। অর্থাৎ, প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও চেতনাগত দিক থেকে তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্ধৃত মন্তব্যটি যথাযথ ও সঠিক।

**প্রশ্ন ▶ ৫** বন্ধু, তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত বুঝে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।
ঘরে তোলো ধান বিপ্লবী প্রাণ প্রস্তুত রাখো কাস্তে,
গাও সারি গান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে। *[দি. বো. ১৬ । প্রশ্ন নম্বর-২; বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা । প্রশ্ন নম্বর-২ (ক)]*

https://teachingbd24.com

ক. 'বায়ান্নর দিনগুলো' কোন জাতীয় রচনা? ১
খ. 'ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না'— কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের প্রতিবাদের ভাষার যে বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে, তা নিজের ভাষায় লেখো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার চেতনা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'বায়ান্নর দিনগুলো' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক রচনা।

**খ** বাংলা ভাষা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে— এমন আত্মবিশ্বাস থেকে শেখ মুজিবুর রহমান আলোচ্য মন্তব্যটি করেছেন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার ওপর গুলির খবর গ্রামগঞ্জে পৌঁছালে সেখানেও প্রতিবাদ শুরু হয়। মানুষ বুঝতে পারে, শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়। অধিকার আদায়ে তাই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। বাঙালির এই জাগরণ দেখে আত্মবিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু এই ভেবে ভরসা পান যে, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে তাদের আর কোনো উপায় নেই।

**গ** 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, যা উদ্দীপকের প্রতিবাদের ভাষার বিপরীত।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিবাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য রচনায় বর্ণিত হয়েছে, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক রাজবন্দিদের বিনাবিচারে বন্দি রাখার ও ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানোর প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু এই প্রতিবাদের ধরন ছিল অহিংস। তিনি অনশন ধর্মঘট পালনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেছেন।

উদ্দীপকে বাঙালি জাতিকে জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে শত্রুকে প্রতিহত করার কথা ধ্বনিত হয়েছে। এখানে প্রতিবাদের ভাষা অহিংস নয়; সশস্ত্র বিপ্লবের। আলোচ্য কবিতাংশে বাংলাদেশকে দুর্জয় ঘাঁটি উল্লেখ করে কবি এদেশ থেকে শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আর এজন্য প্রয়োজনে অস্ত্র প্রস্তুত রাখার কথাও তিনি বলেছেন। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবাদের ধরন অহিংস। ফলে উদ্দীপকের প্রতিবাদের ভাষা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত প্রতিবাদের ভাষা থেকে ভিন্ন হয়ে উঠেছে।

**ঘ** 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বাঙালির অধিকার আদায়ে সংগামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে, যা উদ্দীপকেরও উপজীব্য।

আলোচ্য রচনায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্বের ও আন্দোলন চলাকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে দেখা যায়, বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের ওপর চড়াও হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকদের এ অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেন।

উদ্দীপকে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়েছে। কবি বাঙালির অজেয় শক্তির উত্থান কামনা করেছেন, যে শক্তির আঘাতে শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কবিতাংশে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে জেলের ভেতরে অনশন করেন। বাঙালিদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও তিনি অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখেন। আলোচ্য উদ্দীপকেও শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত, 'বায়ান্নর দিনগুলো' ও আলোচ্য উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই বাঙালির অধিকার আদায়ে সংগ্রামী চেতনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং "উদ্দীপকটিতে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার চেতনা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে"— মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ৬** মিছিলটা তখন মেডিকেলের গেট পেরিয়ে কার্জন হলের কাছাকাছি এসে গেছে। তিনজন আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম। রাহাত স্লোগান দিচ্ছিলো। আর তপুর হাতে ছিলো একটা মস্ত প্ল্যাকার্ড। তার ওপর লাল কালিতে লেখা ছিলো, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। মিছিলটা হাইকোর্টের মোড়ে পৌঁছুতে অকস্মাৎ আমাদের সামনের লোকগুলো চিৎকার করে পালাতে লাগলো চারপাশে। ব্যাপারটা কী বুঝবার আগেই চেয়ে দেখি, প্ল্যাকার্ডসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তপু। কপালের ঠিক মাঝখানটায় গোল একটা গর্ত। আর সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার। *[চ. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-২; কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. রেণুর পুরো নাম কী? ১
খ. 'আমরা অনশন ভাঙব না'— উক্তিটি বুঝিয়ে দাও। ২
গ. "উদ্দীপকের সাথে পাঠ্য বইয়ের 'বায়ান্নর দিনগুলো' শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনার পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে।"— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকে গল্পকথকের জবানীতে বর্ণিত মহান একুশের ভাষাচিত্রটির সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটির কথক ও কাহিনির ভিন্নতাও রয়েছে'— তোমার মতামতসহ মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

**৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** রেণুর পুরো নাম— শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

**খ** প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট পালন করে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে বন্দি ছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন জনাব মহিউদ্দিন আহমদ। রাজবন্দিদের বিনাবিচারে আটক রাখার প্রতিবাদে তাঁরা অনশন ধর্মঘট পালন করেন এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে অনশন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তাই আলোচ্য উক্তিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য লেখকের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

**গ** 'বায়ান্নর দিনগুলো' শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনার পটভূমি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, যা উদ্দীপকেরও পটভূমি।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জেল জীবন এবং কারামুক্তির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বিনাবিচারে রাজবন্দিদের আটক রাখার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁর স্মৃতিচারণার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, অনশনকালে জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও আচরণ, নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর নানা কৌশল সম্পর্কে। তবে এসব কিছুর মাঝেও আছে আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলির খবর। আর এই ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ফুটে উঠেছে আলোচ্য উদ্দীপকে।

উদ্দীপকে সরাসরি ভাষা আন্দোলনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তপু আর তার বন্ধুরা ছাত্র-জনতার ভিড়ে মিশে ভাষার দাবিতে মিছিল করে। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় মাটিতে লুটিয়ে পড়া তপুর দেহ। তপুর মাথায় গুলি লাগে। আর সেই গুলি লাগার স্থান থেকে অবিরল ধারায় বেরিয়ে আসে রক্ত। উদ্দীপকের ঘটনাবর্তে উঠে আসা ভাষা আন্দোলনে আত্মাহুতির দিকটি আলোচ্য রচনার মধ্যেও উচ্চারিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনার পটভূমিগত অভিন্নতা রয়েছে।

Teachingbd24.com

**ঘ** 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা এবং উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার প্রেক্ষাপট ১৯৫২ সাল। এই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাবন্দি থেকেও শাসকদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে আমরণ অনশন করেন। দেশ ও জাতীর কল্যাণে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। উদ্দীপকে তপু চরিত্রের মধ্য দিয়ে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহিদদের আত্মদানের দিকটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। এখানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দানের দাবিতে বাংলার দামাল ছেলেদের আত্মদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। কথক, রাহাত ও তপু চরিত্রের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তপুর মতো সাহসী যুবকদের আত্মদানের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার প্রেক্ষাপট অভিন্ন হলেও ঘটনা প্রবাহের ভিন্নতা রয়েছে। উদ্দীপকে কাহিনির কেন্দ্রে আছে তপু নামক এক যুবক, যে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাটির লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কাহিনির কেন্দ্রে আছেন বঙ্গবন্ধু নিজেই এবং এর পটভূমি ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন, তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও অবিচারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদ। ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু কারাগারে আটক ছিলেন। বিনাবিচারে রাজবন্দিদের আটকে রাখার প্রতিবাদে তিনি অনশন ধর্মঘট পালন করেন। অনশন চলাকালে জেল কর্তৃপক্ষের আচরণ এবং তাদের কার্যাবলিও কাহিনির অন্তর্গত। অনশনের কারণে বঙ্গবন্ধুর জীবন যখন মুমূর্ষু, তখন তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে ত্যাগ স্বীকার করার এ দিকটি উদ্দীপকের কাহিনিচিত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তবে রচনার পটভূমি, কথকের অবস্থান এবং মূল চরিত্রের পরিণতিতে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ৭** পরাধীন ভারতবর্ষের অত্যাচারিত, অবহেলিত মানুষের করুণ অবস্থা বিদ্রোহী করে তোলে ভগৎ সিংকে। জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ারের নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যাকাণ্ড তাঁকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আন্দোলনের কারণে তাঁকে কারাগারে যেতে হয়। দীর্ঘ ৬৩ দিন অনশন করার পর ভগৎ সিংয়ের জনপ্রিয়তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর সান্ডার্স হত্যা মামলায় ভগৎ সিংকে অভিযুক্ত করে ফাঁসির আদেশ দেয় ব্রিটিশ সরকার। *[মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. 'ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে।' —এ খবরটি বঙ্গবন্ধু কীভাবে পেয়েছিলেন? ১

খ. বঙ্গবন্ধুর মতে মুসলিম লীগ কী অপরিণামদর্শিতার কাজ করল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবনের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির আন্দোলনে যুগে যুগে মহামানবেরা আত্মত্যাগ করেছেন। ভগৎ সিং ও বঙ্গবন্ধুর জীবন তারই দৃষ্টান্ত' —এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

**৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ডিউটিতে আসা সিপাহিদের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু খবর পেয়েছিলেন ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে।

**খ** ভাষা আন্দোলনে গুলি করে মানুষ হত্যা করাটা মুসলিম লীগের অপরিণামদর্শী কাজ বলে বঙ্গবন্ধু মনে করেন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এ দেশের সকল শ্রেণিপেশার মানুষ আন্দোলন গড়ে তোলে। মেডিকেল কলেজের হোস্টেল এলাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার না করে পুলিশ নির্বিচারে গুলি ছুড়ে হত্যা করে। পৃথিবীতে আর কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয়নি। তাই বঙ্গবন্ধুর মতে এটি মুসলিম লীগের অপরিণামদর্শী কাজ।

**গ** উদ্দীপকের বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর সংগ্রামের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামের মিল রয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিনাবিচারে রাজবন্দিদের বছরের পর বছর আটকে রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে শেখ মুজিব অনশন ধর্মঘট করেন। জেলে আটক অবস্থায়ও তিনি আন্দোলন চালিয়ে যান।

উদ্দীপকের ভগৎ সিং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লড়াই করেছেন। ভারতবর্ষের অত্যাচারিত, অবহেলিত মানুষের জন্য আন্দোলন করে তাকে কারাগারেও যেতে হয়েছে। কারাগারে গিয়েও তিনি অনশন করেন। এর অনুরূপ ভূমিকা দেখা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে। কারাগারে বন্দি করে রেখেও তাদের আন্দোলন থামানো যায়নি। তাদের অনশনও বন্ধ হয় না। দেশের জন্য আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভগৎ সিং দুজনই নির্ভীক এবং আত্মত্যাগী ছিলেন।

**ঘ** অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির আন্দোলনে যুগে যুগে মহামানবেরা আত্মত্যাগ করেছেন। ভগৎ সিং ও বঙ্গবন্ধুর জীবন তারই দৃষ্টান্ত— মন্তব্যটি যথার্থ।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধুর আপসহীন নেতৃত্ব ও নির্ভীকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জেল জীবন ও জেল থেকে মুক্তি লাভের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনকে স্তিমিত করতে বঙ্গবন্ধুসহ অন্য রাজবন্দিদের বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হয়। কিন্তু তাতে তিনি দমে যাননি বরং অনশন করে জেলের ভেতরেই আন্দোলনকে সচল করে রাখেন।

উদ্দীপকে অকুতোভয় ভগৎ সিংয়ের সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের দুঃসাহসী নায়ক তিনি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে সফল করতে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে জেলে আটকে রেখে এবং ফাঁসির আদেশ দিয়েও সংগ্রামবিমুখ করা যায়নি।

উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও তাঁরা দুজনই দেশপ্রেমের চেতনায় মুক্তির জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ভগৎ সিংয়ের মতো ব্যক্তিদের আত্মোৎসর্গের কারণেই ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগ বাংলাকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার থেকে আমাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করেছে। সুতরাং, উল্লিখিত মন্তব্যটিকে যুক্তিযুক্ত বলা যায়।

**প্রশ্ন ▶ ৮** 'শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা।'

*[রংপুর ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. আমলাতন্ত্র কী? ১

খ. 'নাস্তা খাবার ইচ্ছা আমাদের নাই'— কে, কোন প্রসঙ্গে এ কথাটি বলেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের কবির প্রত্যাবর্তনের সাথে বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সাদৃশ্য নির্ণয় করো। ৩

teachingbd24.com

ঘ. "চেতনাগত দিক দিয়ে উদ্দীপক এবং 'বায়ান্নর দিনগুলো'র যুগপৎ ঘটেছে।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

**৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আমলাতন্ত্র হলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা।

**খ** নাস্তা করার ইচ্ছা না থাকলেও সহকর্মীদের নিজের অবস্থান জানানোর উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নাশতা করার অজুহাত দেখিয়েছিলেন।

শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে রাজবন্দিদের আটক রাখার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন আহমদ ঢাকা জেলে অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেন। বিষয়টি জানতে পেরে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের ফরিদপুর জেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এমন পরিস্থিতিতে কারো নাস্তা করতে চাওয়ার কথা নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মনে করেছিলেন, তাঁদের স্থানান্তরের কথাটি নেতাকর্মীদের জানানোর জন্য একটি বাহানা আবশ্যক। তাই তিনি সুবেদারের কাছে বাইরে নাস্তা করতে যাওয়ার আবদার করেছিলেন।

**গ** উদ্দীপকের কবির প্রত্যাবর্তনের সাথে বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সাদৃশ্য রয়েছে কারণ উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের মনে আনন্দের সঞ্চার ঘটেছিল।

'বায়ান্নার দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তি লাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। যৌবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে কারা প্রকোষ্ঠে কাটাতে হয়। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে রাজবন্দিদের আটক রাখার প্রতিবাদে জেলের ভেতরে তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। অবশেষে মৃতপ্রায় অবস্থায় সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এই মুক্তি তাঁর পরিবার ও দেশের মুক্তি পাগল মানুষের মনে আনন্দের সঞ্চার করে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদানের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদ ভঙ্গিমায় মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর এই উপস্থিত হওয়াকে কবি তাঁর কাব্য ভঙ্গিমায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর এই আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল জনতা। তাঁর এই আগমনে জনতার হৃদয়ে জোয়ার বয়ে যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কবির প্রত্যাবর্তনের সাথে বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** 'চেতনাগত দিক দিয়ে উদ্দীপক এবং 'বায়ান্নার দিনগুলোর যুগপৎ ঘটেছে।' —মন্তব্যটি যথার্থ।

'বায়ান্নার দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত লেখক শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেলে যান এবং নানাভাবে অত্যাচারিত হন। পরাধীন মানুষের মুক্তির জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে যে কবির আহ্বান করা হয়েছে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর জাতির দুর্দিনে তিনি ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর দেওয়া ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের কবিতাংশ এবং 'বায়ান্নার দিনগুলো' রচনায় গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, "চেতনাগত দিক দিয়ে উদ্দীপক এবং 'বায়ান্নর দিনগুলো'র যুগপৎ ঘটেছে।" —মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ৯** আফ্রিকার গণমানুষের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। আফ্রিকায় সংঘটিত বর্ণবাদ, বৈষম্য ও শেতাঙ্গদের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের দীর্ঘ আন্দোলন ও কঠোর সংগ্রামের নেতৃত্বের পুরোধা তিনিই ছিলেন। সাধারণ মেহনতি, নির্যাতিত মানুষের অধিকার আদায় করতে তাঁকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, জেলে যেতে হয়েছে। দীর্ঘ সাতাশ বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সশ্রম কারাভোগের পর আফ্রিকার মুক্তিপাগল মানুষকে তিনি স্বাধীনতা উপহার দেন। *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কোন পদকে ভূষিত হন? ১

খ. 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই'— উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলা চরিত্রের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখকের সংগ্রামী আত্মত্যাগের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরো। ৩

ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও সংগ্রামী ও অধিকার সচেতন শেখ মুজিবুর রহমান ও নেলসন ম্যান্ডেলা একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ'— 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বিষয়বস্তুর আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করে তোমার মতামত প্রদান করো। ৪

**৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত হন।

**খ** মাতৃভাষার দাবিতে বের হওয়া জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের নিন্দা করে বঙ্গবন্ধু এই উক্তিটি করেন।

১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু কারাবন্দি অবস্থায় ছিলেন। ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখের ঢাকার সংবাদ তিনি ২২ তারিখের খবরের কাগজে পড়েন। সেখানে দেখেন গতদিনের মিছিলে গুলি করা হয়েছে। তিনি ভাবেন পৃথিবীর কোথাও ভাষা আন্দোলন করার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয়নি। তাই তিনি বলেন, রক্ত যখন এ দেশের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নেই।

**গ** দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে জেল খাটার দিক থেকে উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখকের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম করেছেন। এজন্য তিনি সুদীর্ঘ সাতাশ বছর জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিন কাটিয়েছেন। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমানও দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেলে গিয়েছেন এবং নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন। কোনোরকম চাপ কিংবা প্রলোভনই তাঁকে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি। অর্থাৎ, উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলা এবং 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান উভয় নেতার জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থা মোটামুটি একইরকম। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আত্মত্যাগের দিক থেকে তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

**ঘ** সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**প্রশ্ন ▶ ১০** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে ভাব। পাকিস্তান সরকার চায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে, বাঙালির মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে। কিন্তু ছাত্র ও জনতা তা মানবে না। শোনা যাচ্ছে মিছিল করলে পুলিশ গুলি করবে। কিন্তু তরুণরা জীবন দেবে তবুও মায়ের ভাষার দাবি ছাড়বে না।

*[সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. জনমতের বিরুদ্ধে যেতে কারা ভয় পায়? ১

https://teachingbd24.com

খ. 'জীবনে আর দেখা না হতেও পারে।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের বিষয়টি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শোষকরাও ভয় পায়।

**খ** বঙ্গবন্ধু নিজের বেঁচে থাকা সম্পর্কে সন্দিহান হয়েই সহকর্মীদের এ কথা বলেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর একজন সহযোদ্ধাকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা থেকে জাহাজযোগে আসার সময় আরো অনেক সহকর্মীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দেখা হয়। নিজের বাঁচা-মরা নিয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন বলেই বিদায় নেওয়ার সময় সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে উক্তিটি করেছিলেন।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বাঙালির অনড় আন্দোলনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অধিকার আদায়ে অনড়-অটল থাকার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। পুলিশের গুলির মুখেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা ও রক্তদানের মাধ্যমে আন্দোলনের সফলতার ইতিহাস রচনাটিতে আলোচিত হয়েছে।

উদ্দীপকে ভাষার জন্য বাঙালি ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘটনাকে বিবৃত করা হয়েছে। বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে বাঙালি জনতা ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার রাস্তায় নেমেছিল। ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি চালাবে শুনেও মানুষ ভাষার জন্য জীবন দিতে রাস্তায় নেমেছে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। কিন্তু তরুণরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় জীবন দিয়ে হলেও তারা ভাষার দাবি ছাড়বে না। উদ্দীপকের তরুণদের এই দৃঢ়তা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার ভাষা আন্দোলনের পরিবেশকে স্পষ্ট করেছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ঢাকা মেডিকেল কলেজের এরিয়ার ভেতর ঢুকে পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি চালায়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছেলেরা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলন করেছিল। সেই মিছিলে সরকারের নির্দেশে গুলি চালিয়ে পুলিশ অনেক ছাত্র-জনতাকে মেরেছে। কিন্তু এতেও কোনো লাভ হয়নি। বরং পুলিশের গুলিতে মানুষ মারা গেছে শুনে ছাত্র-জনতা আরও ফুঁসে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে আন্দোলন সফলতার দিকে ধাবিত হয়।

**ঘ** "উদ্দীপকের বিষয়টি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধুর কারাগারে অনশনের স্মৃতিচারণে ঋদ্ধ হয়ে আছে। স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার দুর্বার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকে ভাষা আন্দোলনের পরিবেশ ও ভাবনা ফুটে উঠেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছিল থমথমে। পাকিস্তান সরকার বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। বাংলার ছাত্র-জনতা এ অন্যায় ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। পুলিশ মিছিলে গুলি করবে বলে শোনা যায়। কিন্তু ছাত্র-জনতা জীবন দিয়ে হলেও বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করে। এদিকে আলোচ্য রচনায়ও রয়েছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গটি।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোর কথা উঠে এসেছে কারাবন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে। তিনি তখন অন্যায়ভাবে তাঁকে জেলে রাখার প্রতিবাদে অনশনরত অবস্থায় ছিলেন। ঢাকা থেকে তাঁকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল। সেখানে বসেই তিনি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা শুনতে পান। সে কথাই তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্যমতে, মেডিকেল কলেজের ভেতরে ঢুকে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। এতে অনেক মানুষ মারা যায়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের পুলিশ গুলি না করে গ্রেফতার করতে পারত বলে বঙ্গবন্ধু মনে করেন। তাঁর মতে, ছেলেরা রক্ত যেহেতু দিয়েছে তখন আর রাষ্ট্রভাষার দাবি না মানার উপায় নেই। ১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পর গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষ বুঝতে শুরু করে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। ফলে গ্রামে-গ্রামে, হাট-বাজারে বাংলা ভাষার দাবিতে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। জনমতের এমন বিস্ফোরণে সরকার দাবি মানতে বাধ্য হবে বলে বঙ্গবন্ধু মনে করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণিত ভাষা আন্দোলনের দিনগুলোর এই আঙ্গিকের বর্ণনা উদ্দীপকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১১** জেলে বন্দি থাকাকালে ভগৎ সিং ভারতীয় বন্দিদের সমানাধিকারের দাবিতে ৬৪ দিন অনশন করেন। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত দু'জনই করেছিলেন অনশন ধর্মঘট। তাদের স্ট্রেচারে করে যখন আদালতে আনা হয়, তখন অন্য কারাবন্দিরা অনশনের কথা জানতে পেরে যোগ দেন। ৬৪ দিনের অনশনের পর ব্রিটিশ শক্তি নতি স্বীকার করে। নিজের দেশকে মুক্ত করার জন্য জীবন বাজি রেখে ভগৎ সিং নানা সংগ্রামে অংশ নেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। পরে হাসি মুখে ব্রিটিশদের দেওয়া ফাঁসির দড়ি তিনি বরণ করে নেন। *[ঢাকা সিটি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. মহিউদ্দিন কোন রোগে আক্রান্ত ছিলেন? ১
খ. 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অনশন ধর্মঘটের সঙ্গে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে প্রতিফলিত অনশন ধর্মঘটের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত ভগৎ সিং-এর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার সঙ্গে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট ও কাহিনির ভিন্নতা রয়েছে— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মহিউদ্দিন প্লুরিসিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত অনশন ধর্মঘটের সঙ্গে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় লেখা শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদের অনশন ধর্মঘটের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ব্যক্ত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সঙ্গী মহিউদ্দিন আহমেদের জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় পাক শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনা বিচারে রাজবন্দিদের কারাগারে আটকে রাখার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। এমনকি জীবন সংকটাপন্ন হলেও তিনি ও তাঁর সঙ্গী অনশন অব্যাহত রাখেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও তাঁরা সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে, বন্দিদের সমানাধিকারের দাবিতে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত নামে দুজন সংগ্রামী অনশন ধর্মঘট পালন করেন। তাঁদের একনিষ্ঠতার কারণে অন্যরাও যোগ দেয় তাদের ধর্মঘটে, যা আলোচ্য রচনায়ও দেখা যায়। দেশের মানুষের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে আলোচ্য রচনার সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ের সংগ্রামী মনোভাবের কাছে শাসকগোষ্ঠী নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বৈসাদৃশ্য হলো ব্রিটিশদের সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপকের ভগৎ সিং এর ফাঁসির কথা উল্লিখিত হলেও অনুরূপ কোনো দিক আলোচ্য রচনায় দেখা যায় না। এটাই উভয়ের মাঝে বৈসাদৃশ্য নির্মাণ করে।

https://teachingbd24.com

**ঘ** সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপকের ভগৎ সিং-এর আন্দোলন ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মকাণ্ড একসূত্রে গাঁথা হলেও পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন।

আলোচ্য রচনার প্রেক্ষাপট ১৯৫২ সাল। এই সময় বঙ্গবন্ধু কারাবন্দি থেকেও শাসকদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

উদ্দীপকে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে জাতিসত্তাকে রক্ষা করতে গিয়ে ভগৎ সিং-এর ভূমিকার কথা বর্ণিত হয়েছে। ভারতীয় বন্দিদের সমানাধিকারের দাবিতে অনশন ধর্মঘট পালন করেন তিনি ও তাঁর সহযোগী। জেল কর্তৃপক্ষের শোষণের চিত্র প্রত্যক্ষ করে তিনি এই আত্মত্যাগ স্বীকার করেন। তাঁদের নীরব সংগ্রামে ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে।

উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনার মূল উপজীব্য বিষয় হলো দেশমাতৃকার জন্য আত্মত্যাগ। উভয়ক্ষেত্রে সংগ্রামী মনোভাবের চিত্র ফুটে উঠেছে। তা সত্ত্বেও প্রেক্ষাপট ও কাহিনির ভিন্নতা রয়েছে উভয়ক্ষেত্রে। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় কেন্দ্রে আছেন বঙ্গবন্ধু নিজেই এবং এর পটভূমি ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন, তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও অবিচারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদ। একই চিত্র পরিলক্ষিত হয় উদ্দীপকের ভগৎ সিংয়ের কর্মকাণ্ডে। তবে পরিণতি ভিন্নধর্মী, কেননা এখানে মূল চরিত্রের পরিণতি ছিল ফাঁসি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে উদ্দীপকের ভগৎ সিংকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হয়। কিন্তু আলোচ্য রচনায় তেমন কোনো পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া রচনার পটভূমি কথকের অবস্থান ও মূল চরিত্রের পরিণতিতে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এসব বিবেচনায় উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ১২** বাংলাদেশ একদিনে স্বাধীন হয়নি। প্রথম স্বাধীনতার বীজ বোনা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। একটি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে না দেওয়া। এই আন্দোলন করতে গিয়ে অনেককেই কারাবরণ করতে হয়েছে। *[হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম কী? ১

খ. 'আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে স্বাধীনতার বীজ বোনার কথা বলা হয়েছে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় তারই ইঙ্গিত রয়েছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

**১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম বাহাদুর শাহ্ পার্ক।

**খ** ভাষা আন্দোলনের সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের নির্দেশে তাঁর প্রশাসনের লোকজন ছাত্রজনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে যে চরম অন্যায় করেছে সেই প্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃত উক্তিটি করেছেন।

তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন তাঁর চূড়ান্ত পতনের আগে বেশ কিছু অপরিণামদর্শী কাজ করে গেছেন। তাঁর সর্বশেষ ভুল ছিল ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া। এছাড়া এ আন্দোলন দমানোর জন্য বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, পরিশেষে সবাইকে তিনি অযথা গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করেছেন। তাঁর এ ধরনের কাজের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান উদ্ধৃত কথাটি বলেছেন।

**গ** উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও উদ্ভূত পরিস্থিতির দিকটি ফুটে উঠেছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী দিনগুলোর চিত্র ফুটে উঠেছে। সে সময় বঙ্গবন্ধুর কারাবাস ও তাঁর চোখে ধরা পড়া ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এই রচনাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে বাঙালির জেগে ওঠার চিত্র রচনাটিতে বিদ্যমান।

উদ্দীপকেও ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম-ইতিহাস উঠে এসেছে পাক বাহিনীর নির্যাতনের বর্ণনায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাংলার দামাল ছেলেরা কারাবরণ করেছিল। কারণ তারা জানত একটি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার প্রথম হাতিয়ার হচ্ছে নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে না পারা। তাই তারা সে শৃঙ্খল ভাঙতে আন্দোলন করে। এতে তৎকালীন সরকারের রোষানলে পড়ে তাদের জেলে যেতে হয়। উদ্দীপকের এই সংগ্রামী ইতিহাস 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ভাষার জন্য বাঙালির সংগ্রাম এবং তা প্রতিহতে পাকিস্তানি শাসকদের নির্যাতনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে যে স্বাধীনতার বীজ বোনার কথা বলা হয়েছে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় তারই ইঙ্গিত রয়েছে শোষকের বিরুদ্ধে জনতার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ ও সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সমগ্র রচনায় ভাষা আন্দোলনের সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতিই প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দেখা সে দিনগুলো ছিল বাঙালির শোষণ থেকে মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মদানের ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল।

উদ্দীপকেরও মূল চেতনা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে সে সময় গোটা বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বাঙালির সেই আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে পাকিস্তানি পুলিশ ছাত্র-জনতাকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে। বাংলার ছাত্র-জনতা একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছে যে, একটি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে হলে প্রথমে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলার অধিকার হরণ করতে হয়। পাকিস্তানিরা সেটিই করছে। তাই শুরুতেই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারলে তারা শোষণ ও বঞ্চনা আরও বৃদ্ধি করবে। বাঙালি জনতার এ চেতনাই পরবর্তীতে স্বাধীনতার জন্য সহায়ক হয়।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় উদ্দীপকের এই ভাবনাই বিবৃত হয়েছে। রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে বায়ান্নর উত্তাল দিনগুলোর একটা প্রেক্ষাপট প্রকাশিত হয়েছে। সে সময় ঢাকা কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর এক সহযোগীকে ফরিদপুর কারাগারে নেওয়া হয়। সংগ্রামী শেখ মুজিবুর রহমান তখনো যে পাকিস্তানিদের ভয়ের কারণ ছিলেন তা এর মাধ্যমে ফুটে ওঠে। তাঁর ফরিদপুর কারাগারে অনশন ধর্মঘটের মধ্যেই ঢাকায় ঘটে নারকীয় হত্যাকাণ্ড। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে গুলি চালায় পাকবাহিনী। ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের ভেতরেও গুলি চলে। শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাক শাসকরা ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। পাকিস্তানিদের শোষণের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা তখন ফুঁসে ওঠে। তারা তখন অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয় এবং দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনের প্রেরণাই পরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

**প্রশ্ন ▶ ১৩** ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মহানায়ক ক্ষুদিরাম। এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসকদের উচ্ছেদ করতে তিনি দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেন। অবশেষে ব্রিটিশ শাসক বড়লাটের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপের দায়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ক্ষুদিরাম অত্যাচারীদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করতে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেন। *[রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে কোন জেলখানাতে বদলি করা হয়? ১

Teachingbd24.com

খ. 'মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না।'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কোন বিষয়টি তোমার পঠিত রচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তা নির্ণয় করো। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও চেতনাগত ঐক্য ক্ষুদিরাম ও বঙ্গবন্ধুকে একসূত্রে গেঁথেছে।— আলোচনা করো। ৪

**১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলখানাতে বদলি করা হয়।

**খ** উদ্ধৃত উক্তিটিতে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অনশন ধর্মঘট পালন করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু জেলে বন্দি ছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ। রাজবন্দিদের বিনা বিচারে আটক রাখার প্রতিবাদে তাঁরা অনশন ধর্মঘট পালন করেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেকোনো পরিস্থিতিতে অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। আলোচ্য উক্তিতে এভাবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লক্ষ অর্জনে আপসহীন সংকল্পের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

**গ** দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের দাবিতে নিরন্তর সংগ্রামী মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলি' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলি' রচনায় বর্ণিত হয়েছে ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার বিনা বিচারে এ দেশের অনেক নেতাকর্মীকে জেলে আটক করে রাখে। পাকিস্তান সরকারের এমন নীতির প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তাঁরা জীবন দিতেও প্রস্তুত। এ রচনায় তাঁর অনশন ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের অধিকার রক্ষার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসকদের উচ্ছেদ করতে তিনি দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেন। অত্যাচারীদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করতে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেন তিনি। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ১৯৫২ সালের তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনা বিচারে বছরের পর বছর রাজবন্দিদের আটক রাখার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট পালন করেন বঙ্গবন্ধু। অবশেষে অসুস্থ অবস্থায় সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অধিকার আদায়ে এ সংগ্রামই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

**ঘ** 'বায়ান্নর দিনগুলি' রচনায় বাঙালির অধিকার আদায়ে সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে, যা উদ্দীপকেরও উপজীব্য।

আলোচ্য রচনায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্বের ও আন্দোলন চলাকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে দেখা যায়, বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের ওপর চড়াও হয়। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকদের এ অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেন।

উদ্দীপকে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে মহানায়ক ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তিনি। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাঁর ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালালেও তিনি দমে যাননি। অবশেষে ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেন। উদ্দীপকের ক্ষুদিরামের সংগ্রামী চেতনার এ দিকটি 'বায়ান্নর দিনগুলি' রচনায় লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাদৃশ্য নির্মাণ করে।

উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কিন্তু চেতনাগত ঐক্য রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও ক্ষুদিরাম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন। বাঙালিদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করেও অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখেন। আলোচ্য উদ্দীপকেও দেশকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেন ক্ষুদিরাম। তাঁদের এ আত্মত্যাগের পেছনে রয়েছে দেশের প্রতি ভালোবাসা। যার কারণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি। দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসাই তাঁদেরকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেছে। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, উদ্ধৃত উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ১৪** "সেইদিন আজো জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান
বিজয়ী বীর দূর দেশে থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তিদূত।
নিহত এ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।"

*[নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী ▌প্রশ্ন নম্বর-২]*

ক. 'তারাও ভয় পেয়ে গেছেন।' কারা? ১
খ. মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে। উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'বিজয়ী বীরের' স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সম্পর্ক আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বায়ান্নর দিনগুলো'র বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে।— তোমার মতামত দাও। ৪

**১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'তারাও ভয় পেয়ে গেছেন।'— তারা হলেন মাওলানা সাহেবরা।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** সৃজনশীল প্রশ্নের ২(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**ঘ** সৃজনশীল প্রশ্নের ২(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**প্রশ্ন ▶ ১৫** মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে।
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা,
বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা
তাঁরা কি ফিরবে আজ সুপ্রভাতে,
যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।

*[রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর ▌প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. 'তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।'— উক্তিটি কার? ১
খ. 'আমরা অনশন ভাঙব না'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মিলগুলো তুলে ধরো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের ভাববস্তুতে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনের আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবিই মূর্ত হয়ে উঠেছে"— বিশ্লেষণ করো। ৪

**১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি'— উক্তিটি কামালের।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** উদ্দীপকের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনের মহান আত্মত্যাগের দিকটির মিল রয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক রাজবন্দিদের বিনাবিচারে বন্দি রাখার ও ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানোর প্রতিবাদ করেছেন। দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তাকে ও মহিউদ্দীনকে কারাবরণও করতে হয়েছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের কবিতাংশে গণমানুষের মুক্তির জন্য বিপ্লবী মানুষের আত্মত্যাগ ফুটে উঠেছে। তাঁদের এই সুমহান আত্মত্যাগ লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জলে ইতিহাসের পাতায় লিখিত হয়েছে। দেশ ও জাতির ন্যায্য অধিকার আদায় করতে গিয়ে বহু বিপ্লবীকে কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানসিক নির্যাতন। তবুও তাঁরা তাঁদের নীতি ও আদর্শের পথ থেকে সরে দাঁড়াননি। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও আমরা বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনের মধ্যে এই প্রতিবাদী চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ করি। পাক শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানান। জেলের ভিতরে তাঁরা অনশন-ধর্মঘট করেন। এতে নিজেদের জীবন বিপন্ন হতে চললেও তাঁরা তাঁদের সংগ্রামের পথ থেকে পিছপা হননি। এ বিষয়টিই উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের ভাববস্তুতে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনের আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবিই মূর্ত হয়ে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এ দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতিবাদী মনোভাব ও আত্মত্যাগের স্বরূপ বিবৃত হয়েছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে কারাবরণ করতে হয়েছে, এমনকি নির্যাতনও সইতে হয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে মানবমুক্তির জন্য বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায় করতে গিয়ে বিপ্লবীরা সামজের বিদ্যমান অপশক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। বজ্রকণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাঁদের নানা নির্যাতন সইতে হয়েছে। তবুও বিপ্লবীরা অন্যায়ের সাথে আপস করেননি। তাঁরা প্রয়োজনে বুকের রক্তে মাটি রঞ্জিত করেছেন তবুও তাঁদের নীতি ও আদর্শের পথ থেকে একচুলও সরে দাঁড়াননি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার এমন বিপ্লবীর কথা আছে আলোচ্য রচনাতেও।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা এবং উদ্দীপকের কবিতাংশে মানুষের মুক্তির জন্য বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ফুটে উঠেছে। যুগ যুগ ধরে সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষেরা অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। কখনো বা বিদেশি অপশক্তির আগ্রাসনে সাধারণ মানুষের অধিকার লজ্জিত হয়েছে। তখনই বিপ্লবীরা তাঁদের বলিষ্ঠ কণ্ঠে মানুষের অধিকার আদায়ের দাবি জানিয়েছেন। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছেন, আর উদ্দীপকের বিপ্লবীরা গণমানুষের মুক্তির জন্য নিজেদের বলিদান দিয়েছেন। সুতরাং উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনার আলোকে আমরা বলতে পারি প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ১৬** তিতুন নামে ৭/৮ বছরের একটি মেয়েকে তার পালকমাতা বলছেন, 'আমি তোমাকে ডাস্টবিন থেকে পেয়েছি। তোমার প্রকৃত মা-বাবাকে পেলে তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেবো।' মেয়েটি ক্রমাগত কাঁদছে আর বলছে, 'না তোমরাই আমার মা-বাবা। আমি যাবো না তাদের কাছে। আর কাউকে মাও বলবো না।' কেবল তিতুনকে নয়, এরকম অনেক পরিচয়হীনের ভরসা 'আশ্রয়' নামক এনজিও। পরিচয়হীন শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে নিবেদিত 'আশ্রয়' শিশুদেরকে লালন-পালন করছে। কোনো কোনো নিঃসন্তান দম্পতিদেরও সন্তান পাবার আশ্রয়স্থল 'আশ্রয়'। 'আশ্রয়' সারাদেশে পরিচয়হীন শিশুদের অস্তিত্ব রক্ষার ভরসাস্থল।

*[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▌প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানা থেকে কতটি চিঠি লিখেছিলেন? ১

খ. মাতৃভাষা আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের তিতুন 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কোন চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়? তার সঙ্গে তিতুনের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩

ঘ. আশ্রয়ের বিশ্বাস এবং 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার চেতনা একসূত্রে গাঁথা— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

**১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানা থেকে চারটি চিঠি লিখেছিলেন।

**খ** মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে গড়ে তোলা সম্মিলিত আন্দোলনই মাতৃভাষা আন্দোলন।

প্রত্যেক মানুষের কাছে মাতৃভাষা মায়ের মতোই আপন। তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ভাষাকে কেড়ে নিতে চাইলে তারা তা সহ্য করতে পারে না। বাংলার ছাত্র-জনতা ও আপামর জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে শহিদ হয় বাংলার দামাল ছেলেরা। অবশেষে বাঙালির বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয় মাতৃভাষার আসনে। আমরা পাই বাংলায় কথা বলার অধিকার।

**গ** উদ্দীপকের তিতুন 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার কামালের কথা মনে করিয়ে দেয়।

দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নানা সময়ে কারাগারে গিয়েছেন। ১৯৫২ সালে জেলখানায় অনশনরত অবস্থায় অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে মুক্তি পেলে তিনি পুনরায় পারিবারিক জীবনে ফিরে যান। জেলে যাওয়ার আগে তাঁর পুত্র কামালের বয়স ছিল কয়েক মাস। বাড়ি ফিরে কামালের সাথে তাঁর ভাব জমানোর ঘটনাটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। হাচু আপার মতো সেও আব্বা ডাকতে চায়। ভরসা করতে চায় 'আব্বা' মানুষটির ওপর।

উদ্দীপকের তিতুন একজন পালিত সন্তান। সে তার আসল বাবা-মাকে চেনে না। তাই পালক মা-বাবাকেই আপন বলে জানে। অভিভাবক বা মা-বাবাহীন শিশুরা যে কত মনঃকষ্টে ভোগে, এই দিকটি উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা দুই জায়গাই ফুটে উঠেছে। দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু বেশিরভাগ সময়ই পরিবারের বাইরে কাটান। ফলে তাঁর সন্তানরা অনেকাংশেই তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে উদ্দীপকের তিতুন ছিল মা-বাবার পালক সন্তান। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো পালক সন্তান ছিল না। বরং তাঁর রক্তের সন্তানেরাই তাঁকে খুব কাছে পায়নি কখনোই। এই দিক দিয়েই তিতুন ও কামালের মধ্যে পার্থক্য।

**ঘ** একজন শিশুর জীবনে অভিভাবকের যে কতটা গুরুত্ব, সেই চেতনাই উদ্দীপক ও রচনায় ফুটে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রায় দুই বছর জেলে কাটান। অনেকদিন পর মুক্তি পেয়ে পরিবারের সাথে তাঁর পুনর্মিলন হয়। কামালের হাচু আপা যখন বঙ্গবন্ধুকে 'আব্বা' বলে ডাকে, কামালেরও ডাকতে ইচ্ছে করে। তার জন্মের পর বঙ্গবন্ধুকে পিতা হিসেবে সে কাছেই পায়নি। অনেকদিন পর প্রথমবারের মতো পিতার স্নেহের ছায়াতলে সে যেন আশ্রয় খুঁজে পায়।

উদ্দীপকের 'আশ্রয়' একটি এনজিও। যেখানে অনেক অভিভাবকহীন শিশুর বাস। এনজিওটি অনুভব করে অভিভাবকহীনদের মানসিক কষ্ট। তাই তারা নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তান প্রদান করে থাকে। তিতুনও এমন একটি শিশু। পরিচয়হীন শিশুদের অস্তিত্ব রক্ষায় 'আশ্রয়' যেন একটি পরম আস্থাবান জায়গা। তাদের সহযোগিতায় আশ্রয়হীন শিশুরা পায় আশ্রয়ের বিশ্বাস। উদ্দীপকে তিতুনকে বারবার 'তোমাকে ডাস্টবিন থেকে পেয়েছি' বললেও সে তার আশ্রয়কে বিশ্বাস করে এবং বলে 'তোমরাই আমার মা-বাবা।'

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, তার সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার প্রেক্ষাপটের কোনো মিল নেই। 'বায়ান্নর দিনগুলো'তে যে চেতনার কথা বলা হয়েছে, তা মূলত দেশপ্রেমের তাগিদে পরিবার ও ব্যক্তিজীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু ছোট্ট কামালের বাবার প্রতি আকর্ষণ ও 'আব্বা' বলে গলা জড়িয়ে থাকার মাধ্যমে অন্য একটি চেতনা আমরা দেখতে পাই। সেই দিক থেকে আশ্রয়ের বিশ্বাস ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার চেতনা এক সূত্রে গাঁথা।

**প্রশ্ন ▶ ১৭** "অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারি! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসিবে কোন জন?
কাণ্ডারি! বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।"

*[বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. কত সালে ঐতিহাসিক 'আগরতলা' মামলা করা হয়? ১

খ. 'জাতি আপনার কাছে অনেক কিছু আশা করে'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কাণ্ডারির সাথে বঙ্গবন্ধুর সাদৃশ্য বিচার করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলি' রচনায় সর্বজনীন মুক্তির সুর উচ্চকিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ১৯৬৮ সালে ঐতিহাসিক 'আগরতলা' মামলা করা হয়।

**খ** অনশনরত শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নেতার জীবন-মরণের ওপর দেশের স্বাধিকার আন্দোলন ছিলো বহুলাংশে নির্ভরশীল। উদ্দীপকের উক্তিটি এই দিককে নির্দেশ করে।

১৯৫২ সালের একুশের ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময় তরুণ নেতৃত্ব শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন রাজবন্দি। ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিক দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে তিনি আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। এই অনশনের ফলে তাঁর ও তাঁর বন্ধু মহিউদ্দীনের ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বন্ধুসহ তিনি মুমূর্ষু হয়ে পড়েন। কিন্তু নিজ দাবিতে তিনি অটল ছিলেন। অনশনের ফলে তাঁদের দশা এতোটাই শোচনীয় ও মারাত্মক হয়ে পড়েছিল, যে তাঁরা জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। জনৈক সিভিল সার্জন এ সময় তাঁদের চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রায় মুমূর্ষু দশা দেখে উদ্বিগ্ন সিভিল সার্জন তাঁর অনশন ভাঙার জন্য যুক্তি দেন, মৃত শেখ মুজিবুর রহমানের চাইতে জীবিত শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির জন্য বেশি প্রয়োজনীয়। কেননা, স্বাধিকারের দাবি আদায়ের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের মতো আপসহীন ও নির্ভীক নেতার কাছে জাতি অনেক কিছু আশা করে।

**গ** শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করার দিক থেকে উদ্দীপকের কাণ্ডারির সাথে বঙ্গবন্ধুর সাদৃশ্য রয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জেলজীবনের কাহিনি তুলে ধরেছেন। যৌবনের অধিকাংশ সময় কারা প্রকোষ্ঠের নির্জনে কাটালেও জনগণ-অন্তপ্রাণ এই মহান মানুষটি ছিলেন আপসহীন ও নির্ভীক। বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তিনি কখনো আপস করেননি। বাঙালি জাতির মুক্তি অর্জনের জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় রাজবন্দি হিসেবে কারান্তরীণ থাকলেও বাঙালির ভাষার দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষাণ করে ও নির্বিচারে রাজবন্দিদের কারাগারে আটকে রাখার প্রতিবাদে তিনি আমরণ অনশন ধর্মঘট করেন।

স্মৃতিকথার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো উদ্দীপকের কাণ্ডারি দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সংগ্রামরত। সন্তরণ না জানা জাতিকে নিরাপদ লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাণ্ডারি মরণপণ করেছে। গল্পের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো কাণ্ডারিও অসাম্প্রদায়িক সংগ্রামে নিয়োজিত। কাণ্ডারি কেবল হিন্দু কিংবা মুসলিমের জন্য সংগ্রাম করছেন না, তিনি সমগ্র জাতিকে মুক্তি পথ দেখাবেন। সন্তরণ না জানা নিমজ্জমান মানুষের মুক্তিই তাঁর লক্ষ্য। উদ্দীপকের কাণ্ডারি যেন 'বায়ান্নোর দিনগুলি'র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্য দিয়ে তাঁর সমগ্র জীবনকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। কারাবন্দিত্ব ও নানা নির্যাতন তাঁকে দমাতে পারেনি। তাই উদ্দীপকের কাণ্ডারির সাথে বঙ্গবন্ধুর সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা— উভয়স্থলেই শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের সর্বজনীন মুক্তির সুর উচ্চকিত হয়েছে।

স্মৃতিকথায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জবানীতে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসন-শোষণের প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর ব্যক্তিজীবনে কারাবরণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভাষার দাবিতে সংগ্রামরত বাঙালির রক্তদানের ইতিকথা স্থান পেয়েছে রচনায়। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ, মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার হরণের প্রসঙ্গও এসেছে। এসেছে বাংলার ছাত্র-জনতার সমগ্র দেশজুড়ে ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের জন্য রক্তদানের কথা। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলার অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তরুণ বয়সে আমরণ অনশন ধর্মঘটের প্রসঙ্গে বাঙালি জাতির মুক্তির কথাও ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্দীপকের কবি ঔপনিবেশিক শাসন-শৃঙ্খলে নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তির কথা তুলে ধরেছেন। তিনি এমন এক কাণ্ডারির আগমন প্রত্যাশা করেছেন, যিনি সমগ্র জাতিকে পথ দেখাবেন। সাঁতার না জানা নিমজ্জমান জাতির জন্য রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তাঁর কাছে, হিন্দু-মুসলমান তথা সাম্প্রদায়িক পরিচয় মুখ্য হবে না। বর্ণ-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে তিনি দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য, দেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন।

মূল-রচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জেলজীবন ও কারামুক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বিনাবিচারে রাজবন্দিদের আটকের প্রতিবাদে এবং বাংলা ভাষার অধিকারের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু অনশন শুরু করেন। তাঁর স্মৃতিচারণার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, অনশনকালের জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা, নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কৌশলে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগের পন্থা। তবে এ সবকিছুর মধ্যেও মহান ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলির খবর রয়েছে। আন্দোলনরত আপামর বাঙালির সার্থক প্রতিনিধি হিসেবে তিনি অনশন শুরু করেন। অনশন করতে করতে প্রায়-মুমূর্ষু দশা হলেও তিনি আপস করেননি। নির্ভীক এই মানুষটি তাঁর স্মৃতিকথায় শোষিত ও বঞ্চিত বাঙালির জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছেন। রচনার মতো উদ্দীপকেও শোষিত নিরুপায় জাতির মুক্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে। তাই উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা— উভয়স্থলেই শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের সর্বজনীন মুক্তির সুর উচ্চকিত হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১৮** "একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা
শাবাশ বাংলাদেশ এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার,
তবু মাথা নোয়াবার নয়।"

*[নোয়াখালী সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কারাগারে বন্দি ছিলেন? ১

খ. 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

https://teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটিতে 'বায়ান্নর দিনগুলো' কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তাৎপর্য 'বায়ান্নর দিনগুলো'র চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

**১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর কারাগারে বন্দি ছিলেন।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** উদ্দীপকের শেষ বাক্যটিতে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিবাদী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিবাদী মনোভাব ও আপসহীন ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি সর্বদা আপসহীন ও নির্ভীক ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের দাবিয়ে রাখার যে ঘৃণ্য অপকৌশল গ্রহণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীকচিত্তে সংগ্রাম করেছেন। এ কারণে যৌবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে কারা প্রকোষ্ঠে কাটাতে হয়। তবু তিনি শাসকগোষ্ঠীর কাছে কখনো মাথা নত করেননি।

উদ্দীপকের শেষ বাক্যে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে দেশের জন্য, দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বাঙালি জাতির প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে কাজ করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। বাঙালি বারবার ভিনদেশি হানাদারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তবু বাঙালি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। উদ্দীপকের কবি বাঙালির এই সাহসী সত্তার জয়গান করেছেন। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রে বাঙালির এই আপসহীন ও নির্ভীক চিত্তের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। আলোচ্য রচনায় দেখা যায়, রাজবন্দিদের বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রাখার প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান অনশন ধর্মঘট পালন করেন। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ জেল কর্তৃপক্ষ নানাভাবে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেও তাঁর প্রতিবাদী মনোভাবের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই প্রতিবাদী চেতনার দিকটিই উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের অদম্য বাঙালির মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করার তাৎপর্য 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের পরিচয়েরই বহিঃপ্রকাশ।

'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এদেশের আপামর জনসাধারণের প্রতিবাদী মনোভাব ও আত্মত্যাগের স্বরূপ বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে জেলে যেতে হলেও তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি, বরং জেলের ভেতরও প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। বিনা বিচারে রাজবন্দিদের কারাগারে আটকে রাখার প্রতিবাদে তিনি ও তাঁর সঙ্গী মহিউদ্দিন আহমদ অনশন ধর্মঘট পালন করেন।

উদ্দীপকে বাঙালির শৌর্য-বীর্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার ইতিহাস, অন্যায়-অবিচারের কাছে মাথা নত না করার ইতিহাস। উদ্দীপকের কবি বাঙালির এই চিরচেনা প্রতিবাদী রূপটি উন্মোচন করে তাদের জয়গান করেছেন। বাঙালি নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও সত্যপথে অবিচল থাকে। বিশ্ববাসীর কাছে বাঙালির এই অবিচল মনোভাব বিস্ময় হয়ে রয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনা বিচারে রাজবন্দিদের কারাগারে আটকে রাখার প্রতিবাদে অনশন-ধর্মঘট পালন করেন। তিনি সে সময় চলমান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকেও অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। এমনকি তাঁর জীবন সংকটাপন্ন হলেও তিনি অনশন অব্যাহত রাখেন। একইভাবে উদ্দীপকেও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে বাঙালির অনমনীয় ও অবিচল মনোভাবের কারণে শত্রুরা কখনো তাদের পদানত করে রাখতে পারেনি। সুতরাং, বাঙালির এই অদম্য স্পৃহার তাৎপর্য 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধেরও মূলসুর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

**প্রশ্ন ▶ ১৯** জ্বলজ্বলে স্মৃতিতে ভাসে আজও সেদিনের কথা
যেদিন ফিরে এলেন দূর দেশ হতে বিজয়ে বীর গাঁথা
সেদিন শুনেছি জনগণের মুক্ত জয়োল্লাস
পথে প্রান্তরে কীর্তন শুনি মুক্তি সুরের গল্প
আগামেমনন কবরে শায়িত, কে, ভাবে তা আজ স্বপ্ন!

*[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. রেণুর পুরো নাম কী? ১

খ. নাশতা খাবার ইচ্ছা আমাদের নেই— কে, কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে? ২

গ. উদ্দীপকের 'বিজয়ী বীরের' স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সম্পর্ক আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বায়ান্নর দিনগুলো'র বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে, তোমার মতামত উপস্থাপন করো। ৪

**১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** রেণুর পুরো নাম শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** উদ্দীপকের 'বিজয়ী বীরের' স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সাদৃশ্য রয়েছে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। যৌবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে কারা প্রকোষ্ঠে কাটাতে হলেও তিনি ছিলেন আপসহীন ও নির্ভীক। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে রাজবন্দিদের আটক রাখার প্রতিবাদে জেলের ভেতরে তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। অবশেষে মৃতপ্রায় অবস্থায় সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

উদ্দীপকে মহান বিজয়ী বীর আগামেমননের বিজয়গাঁথা বিধৃত হয়েছে। এখানে দেখা যায়, গ্রিক বীর আগামেমনন দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁর আগমন জন-মানুষের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার করে। পথে-প্রান্তরে তাঁর কীর্তন গাওয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি দেশ ও জাতির একজন মহান ব্যক্তিত্ব। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়ও বঙ্গবন্ধুর এমন মহান ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন। তাঁর আপসহীন ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি অর্জন করেন বাঙালির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাই তাঁর জেল থেকে ফিরে আসা বাঙালির মনে আনন্দের সঞ্চার করে। উদ্ধৃত আলোচনায় লক্ষণীয়, বঙ্গবন্ধুর জেলমুক্তির সাথে উদ্দীপকের আগামেমননের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

**ঘ** উদ্দীপকের বক্তব্যে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

আলোচ্য রচনায় বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিধৃত হয়েছে। দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেলে যান এবং নানাভাবে অত্যাচারিত হন। পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য যৌবনের বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে জেলে কাটাতে হয়। কিন্তু কোনোরকম চাপ কিংবা প্রলোভনই তাঁকে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের কবিতাংশটির মূল কথা হলো— মহামানবের প্রত্যাবর্তনে দেশব্যাপী আনন্দানুভূতির জাগরণ। উদ্দীপকের দৃশ্যপটে দেখা যায়, 'বিজয়ী বীর' দূর দেশ থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। সেই আনন্দে চারিদিকে মানুষ উল্লাসে মেতে ওঠে। পথে প্রান্তরে তাঁর কীর্তন গাওয়া হয়। কেননা তারা মনে করে, তিনিই তাদের মুক্তির দূত। 'বিজয়ী বীরের' স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের এই দৃশ্যটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় চিত্রিত বঙ্গবন্ধুর জেল থেকে মুক্তিলাভের দৃশ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলোচ্য রচনায় বর্ণিত হয়েছে, ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার বিনাবিচারে এদেশের অনেক নেতাকর্মীকে জেলে আটক করে রাখে। পাকিস্তান সরকারের এমন নীতির প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সরকার যতদিন না এদেশের নেতাকর্মীদের মুক্তি দেবে ততদিন তাঁদের এই অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখতে তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। আর এজন্য প্রয়োজনে তাঁরা জীবন দিতেও প্রস্তুত। অন্যদিকে আলোচ্য উদ্দীপকের কবিতাংশে মহামানবকে কাছে পাওয়ার আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর যে আত্মত্যাগী ও অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। সুতরাং, উদ্দীপকের বক্তব্যে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

**প্রশ্ন ▶ ২০** ভারতের দুর্নীতি বিরোধী মানবাধিকারকর্মী আন্না হাজারে। তিনি সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি ও তার দলের কর্মীরা দাবি আদায়ে একটু ব্যতিক্রমধর্মী আন্দোলন করেন। তা হলো অনশন ধর্মঘট। তারা তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন ধর্মঘট পালন করেন। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ ▌ প্রশ্ন নম্বর-৩]*

ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. 'মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়'— কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আন্না হাজারের সাথে কোন কোন দিক দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? বুঝিয়ে দাও। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার একটি দিকের প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

**২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

**খ** প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা পাকিস্তানিদের প্রতি লেখকের ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।

তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে বছরের পর বছর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনশন ধর্মঘট করেন। অনশনরত অবস্থায় লেখকের মৃত্যু অত্যাসন্ন হলেও পাকিস্তানিরা দাবি মেনে নেয় না। মূলত তারা তাদের শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, নিজেদের স্বার্থ আদায়ে এ কাজ করেছিল। উদ্ধৃত উক্তিটি দ্বারা পাকিস্তানিদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে।

**গ** দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামী মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের আন্না হাজারের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের বঙ্গবন্ধুর সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

আলোচ্য রচনায় লেখক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেলে গিয়েছেন এবং নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন। কোনোরকম চাপ কিংবা প্রলোভন তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি।

উদ্দীপকের আন্না হাজারে অন্যায় কর্মের বিরুদ্ধে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি আমরণ অনশন করেছেন। কোনোরকম চাপ কিংবা প্রলোভন তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। আলোচ্য রচনায় বঙ্গবন্ধুও মানুষের অধিকার আদায়ে নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন। জনগণের দাবি আদায়ে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন উদ্দীপক ও আলোচ্য রচনার দুই মহান নেতা। এদিক থেকে উদ্দীপকের আন্না হাজারের সাথে আলোচ্য রচনার বঙ্গবন্ধুর সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার সমগ্র অংশকে ধারণ করে না।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে বছরের পর বছর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে অনশনকালে জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও আচরণ, নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর নানা কৌশল ইত্যাদি।

উদ্দীপকের আন্না হাজারেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য নিরলস সংগ্রাম করেছেন। অনশন ধর্মঘট পালনের মাধ্যমে তিনি তাঁর দাবি আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বঙ্গবন্ধুও ছিলেন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার তেমনই এক নেতা।

আলোচ্য রচনায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্বের ও আন্দোলন চলাকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় পাক শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে অনশন পালন করেন। এমনকি তাঁর জীবন সংকটাপন্ন হলেও তিনি তাঁর অনশন অব্যাহত রাখেন। এদিকটি উদ্দীপকের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য রচনার পরিধি আরো বিস্তৃত। এ রচনাটি মূলত বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণমূলক রচনা। স্মৃতিচারণে উক্ত ঘটনার পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলির খবর। সেই সঙ্গে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যু আসন্ন জেনেও পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভাবনা এবং অবশেষে মুক্তি পেয়ে স্বজনদের কাছে ফিরে আসার স্মৃতির হৃদয়স্পর্শী বিবরণও পরিস্ফুট হয়েছে। এদিকগুলো উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ২১** মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি কোনো রক্তপাত চাননি। অথচ ব্রিটিশ সরকার সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় ও নির্বিচারে গ্রেফতার করে। মহাত্মা গান্ধী এতে সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। *[নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ ▌ প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত? ১

খ. 'ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না'— কেন? ২

গ. উদ্দীপকটি কীভাবে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার ইঙ্গিত দেয়? কেন?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মহাত্মা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের প্রতিনিধি' উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে উক্তিটির বিশ্লেষণ করো। ৪

**২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর**

**ক** 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধটি বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

Teachingbd24.com

**গ** উদ্দীপকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় উল্লিখিত পাকিস্তান সরকারের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বঙ্গবন্ধুর অনশন ধর্মঘটের ইঙ্গিত দেয়।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন ও কারাগার থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিধৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অপশাসন ও বিনা বিচারে বছরের পর বছর রাজবন্দিদের আটকে রাখার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি কোনো রক্তপাত চাননি। অথচ ব্রিটিশ সরকার সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার-জুলুম চালায় ও জনসাধারণকে বিনা কারণে গ্রেফতার করে। মহাত্মা গান্ধী এতে সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অনুরূপ চিত্র আমরা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় দেখতে পাই। পাকিস্তানি সরকার বিনা অজুহাতে নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে কারাগারে আটকে রাখে। এছাড়া ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পাক সরকারের নির্দেশে পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালায়। পাকিস্তানি সরকারের এমন হটকারী সিদ্ধান্তে বঙ্গবন্ধু তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উদ্দীপকের গান্ধীকেও ব্রিটিশ সরকারের জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়।

**ঘ** মহাত্মা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আজীবন লড়াই-সংগ্রাম করে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশের মানুষের অধিকার আদায়ে অনড় ও অবিচল এক মানুষ। যিনি বাঙালিকে পাকিস্তানিদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য কারাবরণ করেছেন। উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধীও ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনসাধারণের অধিকার আদায়ের জন্য এবং ব্রিটিশদের দমন-নিপীড়নের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনের ডাক দেন। দুঃশাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের মন্ত্র শুনিয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং এ আন্দোলনের পথ ধরেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় দেখা যায়, বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধুকে কারাবরণ করতে হয়েছে, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তবুও তিনি দমে যাননি। বজ্রকণ্ঠে পাক সরকারের অন্যায়-নিপীড়নের প্রতিবাদ করেছেন। জেলে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় অনশন ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। উদ্দীপকের মহাত্মা গান্ধীও ভারতের সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য লড়েছেন। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমান গণমানুষের প্রতিনিধি— উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ২২** 'ওরা কারা বুনো দল ঢোকে
এরি মধ্যে (থামাও, থামাও), স্বর্ণশ্যাম বুক ছিঁড়ে
অস্ত্র হাতে নামে সাস্ত্রী কাপুরুষ, অধম রাষ্ট্রের
রক্ত পতাকা তোলে, কোটি মানুষের সমবায়ী
সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে, মরু-পশু
মারীর অন্ধতা ঝড়ে হানে অসহায় নর-নারী?

*[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা ▌ প্রশ্ন নম্বর-১]*

ক. ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম কী? ১

খ. এদের কথা হলো 'মরতে দেব না'— কাদের কথা, কী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? ২

গ. 'কোটি মানুষের সমবায়ী সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে'— উদ্দীপকের উল্লিখিত চরণটি 'বায়ান্নর দিনগুলি' রচনার কোন অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মূল সুর একই ধারায় প্রবাহিত— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

## ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম হলো 'বাহাদুর শাহ্ পার্ক।'

**খ** জেলের ভেতর অনশনরত বঙ্গবন্ধুকে জোর করে খাওয়ানোর প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু কারাগারে অনশন ধর্মঘট করছিলেন। কিন্তু অনশন চারদিন চলার পর জেল কর্তৃপক্ষ জোর করে নাকের ভেতর নল দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে খাওয়াতে শুরু করে। নাকের ভেতর দিয়ে নল পেটের মধ্যে পর্যন্ত দিয়ে তার মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে খাবার তৈরি করে পেটের মধ্যে ঢেলে দেয়। জেল কর্তৃপক্ষের মনোভাব হলো জেলের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে কোনোভাবেই মরতে দেবে না।

**গ** "কোটি মানুষের সমবয়সী সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে"— উদ্দীপকে উল্লিখিত চরণটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত বাংলা ভাষার উপরে পাকিস্তানি শাসকদের বিরূপ আচরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু জানাচ্ছেন কীভাবে বাংলা ভাষার মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার। ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরের ন্যায় গুলি চালিয়েছিল তাদের প্রশিক্ষিত বাহিনী। মূলত তারা চেয়েছিল বাঙালির কাছ থেকে তার প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে কেড়ে নিতে। এমন অপপ্রয়াসের চিত্র রয়েছে উল্লিখিত উদ্দীপকটিতেও।

উদ্দীপকে কবি যারা এদেশের মানুষের ভাষাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য সেদিন অস্ত্রহাতে নেমেছিল তাদেরকে বুনো দল বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মাঝে দেখেছেন মরু পশুর হিংস্রতা। বুনো হিংস্র সেই পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে কবি বলেছেন, 'কোটি মানুষের সমবায়ী সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে।' বস্তুত এ বিষয়টি 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক বাংলা ভাষার ওপর চালানো আগ্রাসনের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়।

**ঘ** "উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মূল সুর একই ধারায় প্রবাহিত।'— বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দিক থেকে মন্তব্যটি যথার্থ।

'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু তার বন্দি জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। জেলে বসেই তিনি অনুভব করেছেন ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ। বাংলা ভাষার প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অপরিসীম মমত্ব। ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর পাকিস্তান সরকারের পুলিশ গুলি চালালে বঙ্গবন্ধু তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। সঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, 'ভরসা হলো, আর দমাতে পারবে না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে উপায় নাই।'

উদ্দীপকেও বাংলা ভাষার প্রতি এমন সুগভীর মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া বাংলা ভাষা ও বাঙালির ওপর যারা আঘাত হেনেছিল তাদের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে সুতীব্র ঘৃণা। উদ্দীপকের কবি তাদেরকে বলেছেন, বুনোদল ও মরুপশু। এর ঘৃণার মূলে রয়েছে বাংলা ভাষার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষা বিরোধীদের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন উদ্দীপকেও ঠিক একই রকম মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে অতএব উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধের মূল সুর একই ধারায় প্রবাহিত।

Teachingbd24.com